

প্যারালিম্পিক অ্যাথলিট চেরি ব্লয়েট বিশ্বের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করছেন

মাইকেল জে ফ্রিডম্যান
ওয়াশিংটন ফাইল স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ৩০শে মার্চ -- অর্ধেক দুনিয়া দূরের লোকজনকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন চেরি ব্লয়েট, যেন স্ট্যানফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে ভাল ফলাফল করাটা আর দুই দুইবার বস্টন ম্যারাথন প্রতিযোগিতার হুইলচেয়ার বিভাগে জেতাটাই যথেষ্ট ছিল না এই মেয়েটির জন্য। ন্যাশনাল ফুটবল লীগ তারকা রে লুইসের সাথে জোট বেঁধে ২৪ বছর বয়সী এই প্যারালিম্পিয়ান আফ্রিকার তিনটি দেশ সফর করেন। অ্যাঞ্জোলা, ইথিওপিয়া এবং মালাবি-র শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করেন, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেন এবং আশা জাগিয়ে তোলেন তাদের মাঝে।

ব্লয়েট এই দেশগুলো সফর করেন ‘ভিয়েতনাম ভেটারান্স অব আমেরিকা ফাউন্ডেশন’ (ভিভিএএফ)-এর পক্ষে। এই প্রতিষ্ঠানের ‘স্পোর্টস ফর লাইফ’ নামে যে একটি উদ্যোগ রয়েছে তার মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য খেলাধুলা আয়োজন করা হয় যাতে করে তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি পায়।

পনের মাস বয়সে এক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর থেকে আইওয়ার বাসিন্দা ব্লয়েট হুইলচেয়ার ব্যবহার করেন। মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা করার সময় তার ট্র্যাক কোচ আইওয়া রাজ্য চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় হুইলচেয়ার রেস-এ অংশ নেয়ার জন্য তাকে উৎসাহিত করেন। খুব তাড়াতাড়িই খেলাটি এবং যথার্থ নিয়মকানুন শিখে ফেলেন চেরি, সেই সাথে তার মধ্যে গড়ে ওঠে অন্যদের প্রতি সৌভ্রাতৃত্বমূলক মূল্যবোধও। নিজের দলের সবার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, “আমি সত্যিই সবার সাথে মিশে গিয়েছিলাম।” অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন চেরি। সে সময় এটিই ছিল একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পাঁচ ধরনের খেলাধুলা করার ব্যবস্থা ছিল। সেগুলো হলো: দৌড় প্রতিযোগিতা, টেনিস, বাস্কেটবল, কোয়াড রাগবি এবং গোল বল।

পড়াশোনায় চমৎকার গ্রেড বজায় রাখার পাশাপাশি ব্লয়েট খেলাধুলায়ও ভাল করতে থাকেন। ভাল রেজাল্টের জন্য রোডস স্কলারশীপ-এ ফাইনালিস্ট হন এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনি-তে প্যারালিম্পিক গেমস (শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আয়োজিত অলিম্পিক) ২০০০-এ রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক ও গ্রীসের এথেন্স-এ ২০০৪ সালের প্যারালিম্পিক-এ স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। যদিও ব্লয়েট বিভিন্ন পাল্লার দৌড়ে অংশ নিয়ে থাকেন, কিন্তু তিনি সবচাইতে বেশি ভালো করতে পারেন যে প্রতিযোগিতায় সেটা হলো সবচেয়ে বড় দৌড় প্রতিযোগিতা -- ৪২.২ কিলোমিটার ম্যারাথন। বস্টন, নিউইয়র্ক সিটি এবং লস এঞ্জেলস ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় চেরি বেশ কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

হুইলচেয়ারে দৌড় প্রতিযোগীর জন্য শারীরিক সামর্থ্যই যদিও সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ব্লয়েট মনে করেন যে কোঁশল আর আকারও আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াশিংটন ফাইলের সাথে এক সাক্ষাৎকারে চেরি বলেন, প্রথম সারির মহিলা প্রতিযোগীরা সাধারণত ঘন্টায় গড়ে ২৪.১৪ কিলোমিটার বেগে পুরো ম্যারাথন কোর্স সম্পন্ন করেন এবং সংক্ষিপ্ত কোর্সগুলোতে ঘন্টায় ২১ কিলোমিটার বেগে দৌড় দিয়ে থাকেন। হুইলচেয়ারে দৌড় প্রতিযোগিতা যদিও খুবই জনপ্রিয়, কিন্তু ব্লয়েট বলেন যে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী অ্যাথলিটরা ক্রমশঃই আরো বেশি করে হ্যান্ড সাইক্লিং-এর দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। বিশেষ ভাবে তৈরি করা এই সাইকেলগুলো চালিত হয় চালকের শরীরের উপরিভাগের কাছাকাছি অবস্থিত হাতল দ্বারা।

দৌড় প্রতিযোগিতায় রেকর্ড করার পাশাপাশি চেরি ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে পড়াশোনা করছেন। তার পরিকল্পনা এমনভাবে ক্যারিয়ার গড়ে তোলা যেখানে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একই সঙ্গে ফিজিক্যাল মেডিসিন ও তাদের পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করা যায়।

যুদ্ধাহত ব্যক্তিদের সারিয়ে তোলা

পোলিও অথবা খুঁতঅলা পা বা এরকম রোগ যাদের রয়েছে অথবা যুদ্ধাহত ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করতে ‘ভিভিএএফ’ বিশ্বের ১১টি দেশে কাজ করে থাকে। এর বিধি কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে কতোগুলো ক্লিনিকের নেটওয়ার্ক যারা কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দাঁতের তার এবং হুইলচেয়ার তৈরি ও বিতরণ করে। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদের জন্য হাঁটার প্রশিক্ষণ, ফিজিক্যাল থেরাপি-র ব্যবস্থা করে থাকে এবং এমনকি ব্যবসায়িক উদ্যোগ নেয়ার জন্য পূর্জিও দিয়ে থাকে।

‘ভিভিএএফ’-এর উন্নয়ন বিষয়ক পরিচালক আনিটা উয়েহারা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত এই সমস্ত ক্লিনিক অ্যাঞ্জোলা, ইথিওপিয়া, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামের প্রায় এক লক্ষ লোককে সেবা প্রদান করেছে। এদের বেশির ভাগই ছিল তরুণ সৈন্য বা শিশু যারা যুদ্ধের সময় পুঁতে রাখা ভূমি মাইনে আহত হয়েছিল।

উয়েহারা বলেন, এরা সকলে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হলেও এই সব তরুণ-তরুণীর স্বাভাবিক প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশের জন্য খেলাধুলার প্রয়োজন।

অ্যাঞ্জোলা ও ইথিওপিয়াতে ‘ভিভিএএফ’-এর সাথে দুই সপ্তাহ কাজ করতে সম্মত হন ব্লয়েট। যারা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মানসিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য কাজ করে তাদের সাথে কাজ করার জন্য এর পর তার নিজের উদ্যোগে তিনি মালাবিতে যান। সেখানে তিনি স্যান ফ্রান্সিস্কো-র ‘বে এরিয়া আউটরিচ অ্যান্ড রিসেপশন প্রোগ্রাম’-এর দেওয়া হুইলচেয়ার বিতরণ করেন।

আফ্রিকাতে ব্লয়েট সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেন, হুইলচেয়ারের সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রদর্শন করেন এবং অ্যাঞ্জোলাতে একটি কমিউনিটি ম্যারাথনে অংশ নেন।

ব্লয়েট টেকেলে নামে ইথিওপিয়ার একটি ১৬ বছর বয়সী ছেলের কথা স্মরণ করেন যে বিশেষ করে বাস্কেটবল কোর্টে তার দক্ষতা প্রমাণ করেছিল। পরির দিন টেকেলে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে একটি তিন কিলোমিটার হুইলচেয়ারে দৌড় প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করে। টেকেলে-কে পুরস্কার দিতে ব্লয়েট বিশেষ গর্ব অনুভব করেন: টেকেলের নিজের জন্য একটি রেসিং হুইলচেয়ার।

ব্লয়েট বলেন, খেলাধুলা শারীরিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আফ্রিকাতে তার কাজ সম্পর্কে চেরি তার ডায়রিতে লিখেছেন, “যারা খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে সহজে, এবং স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকারকে তারা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে শেখে।”

‘ভিভিএএফ’-এর ‘স্পোর্টস ফর লাইফ’ উদ্যোগ সম্পর্কে আরো জানতে চাইলে ইন্টারনেটের এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

=====

** (ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রামস-এর একটি প্রকাশনা।)*

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষা ‘আমেরিকান সেন্টার’-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষাটি পেতে আগ্রহী হন, তবে ‘আমেরিকান সেন্টার’ প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১০৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:

DhakaPA@state.gov এবং ডবনংরঃব: dhaka.usembassy.gov এ যোগাযোগ করুন।